153

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজি ও প্রাসঙ্গিক কথা

মোঃ রুহুল আমীন

সম্প্রতি প্রকাশিত দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলোর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় শুধু ইংরেজি বিষয়ের কারণেই বহু পরীক্ষার্থী ফেল করেছে। এ নিয়ে জাতীয় দৈনিকগুলোতে বেশ আলোচনা হয়েছে; ইত্তেফাক, প্রধান সংবাদ করেছে ৪ঠা নভেম্বর, সংবাদ, , সম্পাদকীয় ছেপেছে ৯ই নভেম্বর শিক্ষক ও কলামিস্টরা কলম চালিয়েছেন বেশ।

অনেকেই এ জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। অতি মোটা দাগে শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করা যায় ঠিকই কিন্তু যেকোন দু'জন শিক্ষাবিদ কখনোই শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে একই রকম চিন্তা করেন না, সে জন্য কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই তর্কের উর্ধ্বে যাবে না কখনো। তাছাড়া আছে রাজনীতি : স্কুলে কৃষি বিজ্ঞান ও ধর্ম পড়ানো নিয়ে অনেক তর্ক হয়েছে এবং ধর্ম বিষয়ে নম্বর বাড়ানো, কমানো নিয়ে রাজনীতির অতিসাম্প্রতিক খেলাটাতো দেশবাসী দেখলোই। রাজনীতি কখনো ভাবলো না শিক্ষানীতির কথা, রাজনীতিবিদ ভাবলেন না ভবিষ্যৎ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কথা বরং তাদের নিয়ে রাজনীতিই করলেন।

শিক্ষাব্যবস্থার চেয়েও যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে শিক্ষক-ব্যবস্থাপনা, শিক্ষকের শিক্ষাদানের আন্তরিকতা নিশ্চিতকরণ এবং তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। পাঠদান পদ্ধতির উপর প্রচুর শিক্ষণ প্রশিক্ষণ দিয়েও কোনদিন ভাল শিক্ষক পাওয়া যাবে না, যদি না শিক্ষক আন্তরিক হন, পাঠদানে আগ্রহী হন। সমস্ত পদ্ধতির সাফল্যই নির্ভর করে শিক্ষকের আন্তরিক, সৎ, ঐকান্তিক পাঠদানের উপর। আমাদের বর্তমান সমস্যা শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যত নয় তত বোধহয় শিক্ষক নিয়ে। নিবেদিতপ্রাণ না হোক কিছু কর্তব্যপরায়ণ গৃহশিক্ষাদানে বিমুখ, সৎ শিক্ষক হলেই ইংরেজি বিষয়ে এতো কেনও করতো না, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাও আক্রমণের মুখে পড়তো না।

প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি বিষয়ের পাঠ্য বই English for Today একটি অত্যন্ত সুচিন্তিত, সুবিন্যস্ত আধুনিক পাঠ্য বই বলেই আমার বিশ্বাস। তৃতীয় শ্রেণী থেকেই যদি, এ বইতে যে রকম শিক্ষা নির্দেশিকা আছে সেভাবে পাঠদান করা হায় তাহলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীর অতি সাধারণ ইংরেজি কথোপকথন, শুভেচ্ছা বিনিময় এবং সহজবাক্য নির্মাণ শিখবার কথা। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শুধু English for Today এবং Rapid Readerগুলো অনুসরণ করেই বাক্য গঠনের বিভিন্ন ধরন শেখালে শিক্ষার্থীর নিজস্ব বলা, পড়া ও লেখা শেখার প্রারম্ভিক দক্ষতার স্তর পেরিয়ে যাবার কথা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য Rapid Readerগুলো ঠিক English for Today -এর মতো না হলেও তার প্রায় কাছাকাছি। এসব গুলো সঠিক অনুসরণ করলে প্রারম্ভিক দক্ষতা শিক্ষার্থী অবশ্যই পেতো কিন্তু কার্যত তা না করে অধিকাংশ স্কুলে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র নামে যে বিষয়টি পড়ানো হয় তাতে শিক্ষার্থীকে অপ্রয়োজনে ব্যাকরণের অধিক নিয়ম মুখস্ত করানো হয় যা মূল বই English for Today -এর পাঠদান পদ্ধতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। English for Today বইতে ব্যাকরণের নিয়ম শেখানোর চাইতে কিভাবে তার প্রয়োগ হয় তা দেখানো হয়েছে অর্থাৎ ব্যাকরণটি সেখানে বর্ণনামূলক (Descriptive grammar) কিন্তু শিক্ষক ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে অধিকাংশ স্কুলে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলের স্কুলে যে ব্যাকরণের নিয়ম মুখস্থ করাচ্ছেন তা নির্দেশমূলক (Prescriptive grammar) বছরের অধিক সময় অকারণেই ব্যাকরণের কারণ মুখস্থ করাচ্ছেন। ফল দাঁড়াচ্ছে একবার স্রোতের অনুকূলে আবার প্রতিকূলে সাঁতরে শিক্ষার্থী এক জায়গাতেই থাকছে বছরের পর বছর। বিএ ক্লাসে সেই একই জিনিস পুনরালোচনা করতে গিয়ে দেখা গেলো শিক্ষার্থী ৮ম শ্রেণীতেই রয়ে গেছে। আসলে ব্যাকরণের তাত্ত্বিক দিক জানা শিক্ষকের প্রয়োজন, শিক্ষার্থীর নয়; শিক্ষার্থী কেবল তা প্রয়োগ করতে পারলেই যথেষ্ট। কিন্তু স্কুলগুলোতে এদিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে না। রচনামূলক অংশেও উদাহরণস্বরূপ যেসব চিঠি, প্যারাগ্রাফও রচনা পড়াবার কথা সেগুলোকেও অহেতুক মুখস্থ করানো হয়। ফল হয় যে যত ভাল মুখস্থবিদ সে তত ভাল ছাত্র।

শিক্ষা লাভে অধিক শ্রুতিধর এবং স্মৃতিধর অবশ্যই ভালো শিক্ষার্থী কিন্তু ভাষা শিক্ষা- সে বাংলা বা ইংরেজি যাই হোক না- হচ্ছে শিক্ষার্থীর চিন্তার সুশৃংখল প্রকাশ ক্ষমতা অর্জনে প্রতিনিয়ত অনুশীলনের শিক্ষাদান, ভাষা শিক্ষা অনুশিলন নির্ভর এখানে শুধু স্মৃতি নির্ভরতা শিক্ষার্থীর প্রকাশ ক্ষমতা, ভাষান্তরিত করার দক্ষতা, কোন বাক্যের ভাব প্রকাশের ভাব অবিকল রেখে ভাষান্তর করার সৃজনশীলতা মারাত্মক-ভাবে বিঘ্নিত করে। এ সত্যটি নির্মমভাবে উপেক্ষিত হয় অধিকাংশ মাধ্যমিক স্কুলে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক কেবল পরীক্ষা পাসের কতকগুলো কায়দা শিক্ষা দেন, তাও সব সময় আন্তরিকভাবে দেন না। যদি নিষ্ঠার সাথে সে কায়দাটাও শিক্ষা দিতেন তাহলে শিক্ষার্থী ইংরেজি ভাল না জানুক ফেলতো করতোনা!

একই কথা প্রযোজ্য উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও। উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষকগণ সকলেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী যদিও তারা সকলেই ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতি বা ইংরেজি ভাষায় তাদের ডিগ্রি নয় তবুও সনিষ্ঠ, আন্তরিক হলে তারা ব্যাপক হারে ফেল রোধ করতে পারতেন। এ ক্ষেত্রেও তাদের নিজেদের সীমাবদ্ধতা ছাড়াও আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্থির আবহাওয়া যে কারণে অধিকাংশ সময়ে ক্লাস হয় না কাজেই তাদের ইচ্ছা থাকলেও তারা তা পারেন না। তবে একথা অনস্বীকার্য যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষকের সদিচ্ছা, শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের চেয়ে নিজ গৃহকোণে পাঠদানের দিকেই থাকে, অথচ সদিচ্ছা থাকলে উচ্চ মাধ্যমিকে শিক্ষার্থীকে পাস করানো কোন কঠিন কাজই নয়।

ইংরেজি প্রথম পত্রে রয়েছে ব্যাকরণে ৩০ নম্বর, Matching Column- ৬ নম্বর, Choosing right answer-৬ নম্বর এ মোট ৪২ নম্বরে শিক্ষার্থী ৪২ই পেতে পারে অন্তত পাসের কায়দা শেখানো হলে সে ৪২ নম্বরে ৪২ই পাবে বাকি ১৫৮ নম্বরের মধ্যে ২৪ নম্বর পেলেও তো সে দু'পেপার মিলিয়ে পাস নম্বর- ৬৬ পায় কিন্তু কার্যত সে তাও পাচ্ছে না তার কারণ অস্থির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সদিচ্ছাহীন শিক্ষক।

রচনামূলক ও সাহিত্য অংশে পরীক্ষক যে খুব মনগড়া নম্বর দেন এ অভিযোগ সত্য নয়। অভিজ্ঞ পরীক্ষক মাত্রই জানেন রচনামূলক ও সাহিত্য অংশ মূল্যায়নের মোটামুটি একটা মান নির্ধারণ করা থাকে: সম্পূর্ণ স্মৃতিনির্ভর উত্তর হলে ৫০% অধিক নম্বর দেয়া হয় না। শিক্ষার্থীর নিজের ভাষা হলে ৫০%-এর অধিক যা তার প্রাপ্য তাই দেয়া হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে পরীক্ষার্থীদের নিজ ভাষা কিভাবে বোঝা যাবে, তা একটু জটিল একথা ঠিক তবুও প্রথম পত্রে Passage, Translation, Letter writing এবং দ্বিতীয় পত্রে Comprehension, Paragraph, Essay ইত্যাদি যথেষ্ট না হলেও তা থেকে শিক্ষার্থী নিজস্ব ভাষা খুঁজে নিয়ে তার দক্ষতা অনুমান করা সম্ভব। অতএব মূল্যায়ন পদ্ধতির ত্রুটি নাকি আবিষ্কারও সঠিক কোন আবিষ্কার নয়। সাম্প্রতিক Computer গোলযোগ যা নাকি ৯১ কেও ১৯ বানিয়ে দিচ্ছে Computer বিজ্ঞানী তা নিয়ে ভাবতে পারলেই মূল উত্তর পত্র মূল্যায়নের সঙ্গে Computer -এর তা সংরক্ষণের সঙ্গে বিরোধ মিটে যেতে পারে। অতএব মূল্যায়নে ত্রুটি বলে শিক্ষক পার পেতে পারেন না তার দায়ভাগ তাকে স্বীকার করতেই হবে।

অভিন্ন প্রশ্নপত্রেও ত্রুটি খুঁজেছেন অনেকে। এ সমালোচনাটি মোটেও ঠিক নয়। দেশে প্রচলিত শিক্ষার সার্বিক মান ঠিক রাখার জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্রের বিকল্প নেই। শিক্ষার্থীরা তাতে বরং উপকৃতই হয় যেমন হয় Computer এ ফলাফল সংরক্ষণ প্রক্রিয়াতে। অতএব মূল্যায়ন পদ্ধতির ত্রুটির দিকে অঙুলি নির্দেশ করেও কিন্তু সঠিক কারণটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হলো না।

উচ্চ মাধ্যমিকে প্রচুর ইংরেজিতে ফেলের সঠিক কারণ হচ্ছে, শ্রেণীকক্ষে সঠিক পাঠদানের ব্যর্থতা। বিদেশে যেখানে মাত্র এক বছরের Language course করেই আমাদের গবেষকরা গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করছেন সে ভাষায়, সেখানে আমাদের দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার দশ বছর বাদ দিয়েও উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক পর্যায়ের চার বছর সময়ে তো আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট দক্ষ না করতে পারলেও অন্তত Functional ইংরেজি শিক্ষা দিতে পারি তাতে কোনই সন্দেহ নেই। তবে সেক্ষেত্রে শিক্ষক ও তার সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, শিক্ষা উপকরণগত সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখে আমি সামান্য কিছু সংস্কার প্রস্তাব করছি। দৃঢ় বিশ্বাস না হোক দৃঢ় অনুমান করি এসব সংস্কারের ফল শুভই হবে।

প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ :

১. ভাষা শিক্ষার মৌল চারটি উপাদান (শ্রবণ, কথন, পঠন ও লিখন) সুসম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত CELP কোর্সটি (Certificate in English Language Proficiency) বর্তমানে প্রচলিত উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তাতে আলাদাভাবে পাস করা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

২. জেলা সদরের প্রায় সব কলেজেই এমনকি উপজেলা পর্যায়ের অনেক কলেজেই Projecter machine রয়েছে যেগুলো বছরের পর বছর অব্যবহৃত পড়ে থাকে সেগুলোর মাধ্যমে Spoken English শিক্ষার বিভিন্ন Situation এর জন্য film বা cassette উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে সরবরাহ করতে হবে। যেসব কলেজে Projecter নেই সেখানে তা সরবরাহ করতে হবে অথবা কলেজগুলোকে নিজ উদ্যোগে তা সংগ্রহ করতে হবে।

৩. অতি বিশুদ্ধ উচ্চারণ না হোক একটা সাধারণ গ্রাহ্যমানের উচ্চারণ পদ্ধতি শিখাবার জন্য Cassette player বা সে জাতীয় যন্ত্র কলেজগুলোকে নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করতে হবে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় cassette সরবরাহ করবে।

৪. উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের স্মৃতিনির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের মতোই অপ্রচলিত ধরনের Paragraph প্রশ্নপত্রে দিতে হবে, Essay বাদ দিয়ে তার বদলে Rewriting, Precis writing, idea amplification পাঠ্যসূচিতে রাখতে হবে।

৫. শিক্ষকদের একঘেয়েমি ও শ্রমবিমুখতা বিদূরণকল্পে এবং শিক্ষার্থীদের নোট ও সাজেশন নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচির সাহিত্য অংশের গল্প, কবিতা বছরের পর বছর একই না রেখে তা প্রতি শিক্ষা সেশনে বদল করতে হবে।

৬. উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মাধ্যমিক পর্যায়ের মতো প্রতি ক্লাসে প্রতিদিন দু'টি period বরাদ্দ করতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষক সংখ্যা বাড়াতে হবে।

৭. অভিন্ন প্রশ্নপত্র চালু রাখতে হবে এবং Computerকে ত্রুটিমুক্ত ফলাফল সংরক্ষণের অনুকূল করতে হবে।

৮. স্নাতক পর্যায়ে বর্তমান বাধ্যতামূলক পাঠ্যসূচিতে, শূন্যস্থান পূরণ, Correction, WH-Question ও Sentence framing বাদ দিয়ে ২০ নম্বরের সাহিত্য অংশ যোগ করতে হবে (যে অংশ প্রতি সেশনে পরিবর্তিত হবে।)

৯. স্নাতক পর্যায়ে বর্তমান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Elective English পাঠ্যসূচিটির পরিবর্তে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে প্রচলিত পাঠ্যসূচিটি পুনঃপ্রবর্তিত করতে হবে।

১০. যিনি যত অভিজ্ঞ তিনি তত দক্ষ এ কারণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষক স্বল্পতা থাকলে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষগণের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান বাধ্যতামূলক করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষক বেশি থাকলে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষগণের সাপ্তাহিক পাঠ-পূনর্মূল্যায়ন বৈঠক করতে হবে।

১১. প্রত্যেক শিক্ষককে নিম্নবর্ণিত হারে দৈনিক ক্লাস নিতে হবে।

প্রভাষক- ৩x৬=১৮টি প্রতি সপ্তাহে

সহকারী অধ্যাপক- ৩x৬=১৮টি প্রতি সপ্তাহে

সহযোগী অধ্যাপক- ২x৬=১২টি প্রতি সপ্তাহে

অধ্যাপক- ২x৬=১২টি প্রতি সপ্তাহে

১২. পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত কোন অধ্যায়কেই বাদ দেয়া যাবে না। সমগ্র পাঠ্যসূচিকে বিভিন্ন Unit এ ভাগ করে প্রত্যেকটির পরীক্ষা নিতে হবে। যেসব শিক্ষার্থী এক বা দুই বিষয়ে ফেল করবে পরবর্তী বছরে শুধুমাত্র সেই এক বা দুই বিষয়ে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দিতে হবে এবং পূর্ববর্তী বছরের পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের সাথে যা যোগ হবে।

১৩. Academic Calender চালু করতে হবে এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের অনুপাত ৫০:১ করতে হবে,

১৪. প্রতি Period ৫৫ মিনিটে করতে হবে।

১৫. ইংরেজি শিক্ষকদের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের দু'মাস সময়ে Phonetics, Lingguistics, Grammer & Literature পাঠদান পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত করতে হবে। এসব বিষয়ে শিক্ষকরা নিজ উদ্যোগে আরও পড়াশোনা করতে চাইলে তাদের পূর্ণ বেতনে অনূর্ধ্ব এক বছরের ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬. সরকারি কলেজ প্রভাষকদের Departmental পরীক্ষা, Promotion পরীক্ষায় প্রচলিত বিষয়াদির সাথে প্রশিক্ষণলব্ধ বিষয়াদির Phonetics, Linguistics, Grammer ইত্যাদি) ও পরীক্ষা নিতে হবে।

১৭. গৃহশিক্ষকতা নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে আইনগত পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৮. ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

উপরোক্ত সংস্কারসমূহের প্রথম দু'টি ব্যয়সঙ্কুল। পরবর্তী সবগুলো সংস্কারই অভিজ্ঞ ভাষাবিদদের পরামর্শক্রমে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই চালু করা সম্ভব বলে প্রতীয়মানহয়।

একজন সাধারণ শ্রেণীকক্ষ শিক্ষক হিসেবে গত বিশ বছর আমি গ্রাম, গঞ্জের কলেজে ইংরেজি গড়িয়ে আসছি তাই আমার সীমাবদ্ধতা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেই বলতে চাই আমার প্রস্তাবগুলো গ্রামাঞ্চলের কলেজগুলোর প্রেক্ষিতেই নির্মিত। শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা তুলনা-মূলকভাবে ইংরেজিতে ভাল বলেই অনুমান করি সেদিক বিবেচনা করে আমার প্রস্তাবগুলোতে সংযোজন, বিয়োজন হতে পারে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটুকু সংস্কার করতে পারলেই আমরা ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারব এবং প্রতি বছর হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে ঝরে পড়া থেকে বাঁচাতে পারব। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচুর পরীক্ষার্থীর ফেল কখনো শিক্ষকের আত্মশ্লাঘা বা আত্মপ্রসাদের কারণ তো নয়ই বরং তা আত্মযন্ত্রণার, মর্মবেদনার কারণ। যথার্থই যদি কোন শিক্ষক তা ভাবেন তাহলে সারাদেশের হাজার হাজার ইংরেজি শিক্ষক নিজ দায়িত্ববোধকে পুনরায় খতিয়ে দেখবেন, অনুশোচনা বোধে দগ্ধ হয়ে সমাধানের পথ খুঁজবেন এবং কি প্রতিকার করা যায় তা নিয়ে ভেবে অধীর হবেন। সেই অধীরতা বোধ থেকে প্রত্যেকেই নিজের মতো করে কিছু সমাধানের পথ নির্দেশ করবেন। আসুন না আমরা সবাই মিলে একটা পথ তৈরি করি আমাদের জাতীয় দায়িত্ব কিয়দংশে হলেও পালন করি, দেশের কাছে আমাদের ঋণ কিয়দংশে হলেও পরিশোধ করি। আমাদের দায়িত্ববোধ আমাদেরকে সামাজিকভাবে সম্মানিত আসনে নেবে প্রতিষ্ঠিত করবে তারও চেয়ে বড়ো কথা ক্রমশ ছোট হয়ে আসা পৃথিবীতে আমরা প্রতিযোগিতার কাতারে দাঁড়াতে পারব। ভাষা শিক্ষক হিসেবে এটুকু দায়িত্বের জন্য দেশ কিন্তু আমাদের মোটেও কম দিচ্ছে না। কেউ আমাদেরকে চোখ তুলে কিছু বলার আগেই আসুন না আমরা সঞ্জীবিত হই, সংগঠিত হই নতুন উদ্দীপনায়।

(লেখক সহযোগী অধ্যাপক, ইংরে[illegible] হাতিয়া দ্বীপ সরকারি কলেজ)